163

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অনিশ্চিত

ইলিয়াস খান

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দু'হাজার সাল নাগাদ এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৩৩ হাজার নতুন স্কুল এবং দেড় লাখ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই কাজের অগ্রগতি হতাশাজনক বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, প্রধানত আর্থিক কারণেই নতুন স্কুল নির্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে একটি টাস্কফোর্স ও একটি 'প্লান অব এ্যাকশন' তৈরি করা হয়। এতে কার্যক্রম সম্পাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ৩৩ হাজার নতুন স্কুল নির্মাণ ও দেড় লাখ নতুন শিক্ষক নিয়োগের। এ স্কুল নির্মাণের ক্ষেত্রে সময়কে ভাগ করা হয় দু'ভাবে। প্রথমত '৯৫ সালের মধ্যে সাড়ে ১৬ হাজার স্কুল এবং বাকি সাড়ে ১৬ হাজার দুই হাজার সালের মধ্যে নির্মাণের জন্য বলা হয়েছে। আর উল্লিখিত সময়েই সুপারিশ করা হয়েছে দেড় লাখ শিক্ষক নিয়োগের। কিন্তু প্লান অব এ্যাকশনে দু'হাজার সালের মধ্যে যে ৩৩ হাজার নতুন স্কুল নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে তার কাজই এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না নতুন শিক্ষকদের। সূত্র জানায়, এ সবের মূলে রয়েছে আর্থিক অসচ্ছলতা। জানা গেছে, প্লান অব এ্যাকশনে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এ নিয়ে মাত্র দু'বার উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। অথচ সময় কেটে গেছে প্রায় তিন বছর।

একটি জরিপে দেখা গেছে, নদ-নদী ও বনাঞ্চল বাদ দিলে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ২ দশমিক ৫৫ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলো সব অঞ্চলে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

দু'হাজার সালের

(প্রথম পাতার পর)

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৯৫ ভাগ এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সবই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ফলে দু'হাজার মানুষের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে কার্যকর হয়নি।

অন্য একটি জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে ৬১ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে কমপক্ষে ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য দরকার হবে অতিরিক্ত দেড় লাখ শিক্ষক। যেটা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ৩৭ হাজার ৭শ' ৪০টি সরকারী ও ১২ হাজার ৫শ' ৭৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর সাথে নতুন নির্মিত কিছু স্কুল যোগ হলেও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। ফলে শিক্ষার্থীদের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। একই সাথে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী নেয়ার পর এমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি যাতে করে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের স্কুল ত্যাগের হার কমে যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ দশমিক ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ঝরে পড়ে, পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ৪০ শতাংশ। কিন্তু দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে তৈরি টাস্কফোর্স রিপোর্ট ও প্লান অব একশন-এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক স্কুলগামী সকল ছেলেমেয়ের শতকরা ৯৫ ভাগ স্কুলে ভর্তি করা, ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা এমন কোন সুযোগ পায়নি যাতে করে তারা উপার্জন না করে স্কুলে যেতে পারে। এ কারণে বিগত তিন বছরে স্কুলগামীদের হার বাড়েনি। একইভাবে কমেনি ঝরে পড়ার হারও। আগামী ৬ বছরে যদি এ ব্যাপারে কোন গুরুত্বারোপ করা না হয় তাহলে সরকারী উদ্যোগের ন্যূনতম লাভও হবে না বলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শুধু সরকারী দলই নয় শিক্ষা বিস্তারে সরকারী-বিরোধী সকল মহলকেই এগিয়ে আসতে হবে।